দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 8 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পাবনায় পাওয়া উত্তরপত্র

'স্যার, টাকা পাঠালাম পাসের নম্বর তুলে দেবেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পাবনা, ২৭ জুন।– শনিবার রাতে সাঁথিয়া থানা পুলিশ একটি ছোট্ট চিঠির ওপর ভিত্তি করে এসএসসি পরীক্ষার অংকের প্রধান পরীক্ষক সৈয়দপুর মহিলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান

(৮–এর পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

স্যার, টাকা পাঠালাম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষিকা তওসিকা খাতুনের কাছ থেকে সাঁথিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের ৫৮৪ ও ৫৮৫ রোল নম্বরের আরো দুটি খাতা আটক করেছে। এ দুটি খাতায় অসমাপ্ত কয়েকটি অংক অন্য হাতে করে দেয়া হয়েছে।

এদিকে দিনাজপুরের ফুলবাড়ি থানার পুকুরিয়া হাইস্কুলের পরীক্ষক আবুল কালাম আজাদ অংকের শিক্ষক নয় বলে পুলিশ স্থানীয় তদন্তে জানতে পেরেছে। তিনি বিএ পাস বলে পুলিশ জানায়। কলা বিভাগের শিক্ষক এসএসসি পরীক্ষায় অংকের পরীক্ষক নিযুক্ত হলো কিভাবে পুলিশ সে সম্পর্কে তদন্ত করছে।

সাঁথিয়া থানা পুলিশ দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় উক্ত পরীক্ষকের গৃহ তল্লাশী করার জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে এবং ফুলবাড়ি থানা পুলিশের সঙ্গে পরীক্ষকের বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে পাবনার সাঁথিয়ার একজনের চিঠি পায়। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ "স্যার, লোক মারফত টাকা পাঠালাম, দয়া করে ৫৮৪ ও ৫৮৫ রোল নম্বরের খাতা দু'টিতে কিছু অংক করে দিয়ে পাসের নম্বর তুলে দেবেন।"

ঐ চিঠিটি পাওয়ার পর পুলিশ সৈয়দপুরে প্রধান পরীক্ষকের কাছে গিয়ে খাতা দুটি আটক করে। এছাড়া পুলিশ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করেছে। তদন্তের খাতিরে তা এখন প্রকাশ করতে পুলিশ নারাজ। এই খাতা কেলেংকারীর সঙ্গে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত বলে পুলিশ জানায়।